কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 6 FEB 2014 ...
পৃষ্ঠা ১ ... কলাম ... ২ ...

শিবির সভাপতি বললেন, দেশি বিদেশি ষড়যন্ত্র

নিজস্ব প্রতিবেদক ▶

শীর্ষ সন্ত্রাসীগোষ্ঠীর তালিকায় বাংলাদেশের ইসলামী ছাত্রশিবিরকে ৩ নম্বর সন্ত্রাসী দল হিসেবে আখ্যায়িত করাকে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র বলে মন্তব্য করেছে ছাত্রশিবির। গতকাল মঙ্গলবার সংগঠনটির সভাপতি আব্দুল জব্বার কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিয়েট বৈঠকে এই মন্তব্য করেন। এদিকে ছাত্রশিবিরকে অস্ত্রধারী গ্রুপ হিসেবে তালিকাভুক্ত করে প্রতিবেদন প্রকাশের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ ▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ১

শিবির সভাপতি বললেন

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

জানানো হয়েছে।

বৈঠকে শিবির সভাপতি বলেন, 'বাংলাদেশে ছাত্রশিবিরের পক্ষে গণজোয়ার দেখে ভীত হয়ে বর্তমান অবৈধ সরকার নানাভাবে ছাত্রশিবিরকে দমাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। যার কারণেই দেশি-বিদেশি নানা ষড়যন্ত্র আমাদের সামনে দৃশ্যমান হচ্ছে।'

আব্দুল জব্বার বলেন, 'আমাদের প্রশ্ন, যে আওয়ামী সরকার রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের সর্বোচ্চ নজির স্থাপন করেছে, সেই সরকারের চেয়ে বড় সন্ত্রাসী আর কে হতে পারে? বিগত পাঁচ বছর ধরে ছাত্রলীগ কী সন্ত্রাস করছে, তা বাংলাদেশের মানুষ দেখেছে। সরকারের মদদে তারা ধারাবাহিকভাবে ছাত্র হত্যা ও নির্যাতন করে দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে। ছাত্রশিবির ছাত্রজনতাকে সঙ্গে নিয়ে শিক্ষাঙ্গন রক্ষায় কাজ করছে। শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রলীগের সন্ত্রাস মোকাবিলায় ছাত্রশিবির আন্দোলন চালিয়েই যাবে।'

বিকেলে রাজধানীর শহীদ আব্দুল মালেক মিলনায়তনে শিবিরের সেক্রেটারি জেনারেল আতিকুর রহমানের পরিচালনায় বৈঠকে শিবিরের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক নাভিদ আনোয়ারসহ সেক্রেটারিয়েট সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

নিন্দা ও প্রতিবাদ : গতকাল এক প্রতিবাদ বার্তায় ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি আবদুল জব্বার ও সেক্রেটারি জেনারেল আতিকুর রহমান বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বেসরকারি সংস্থা আইএইচএস ছাত্রশিবিরের মতো গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে বিশ্বাসী সংগঠনকে বিশ্বের শীর্ষ ১০ অস্ত্রধারী গ্রুপের মধ্যে তালিকাভুক্ত করে প্রতিবেদন প্রকাশ করায় আমরা বিস্মিত হয়েছি। ছাত্রশিবিরের নাম সংযুক্ত করে সংস্থাটির এই তালিকা প্রকাশ আমাদের পাশাপাশি বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনসাধারণকেও বিস্মিত করেছে। আমরা এ ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন প্রতিবেদন প্রকাশের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।'

প্রতিবাদ বার্তায় বলা হয়, তালেবান ও আল-কায়েদার মতো সংগঠনের পাশাপাশি ছাত্রশিবিরকে অস্ত্রধারী গ্রুপ হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হলেও ছাত্রশিবিরের অস্ত্র সংশ্লিষ্ট কোনো কার্যক্রমের কথা সংস্থাটির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনের কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। কিসের ওপর ভিত্তি করে এ ধরনের তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে তার কোনো স্পষ্ট বিবরণও প্রতিবেদনে নেই। এতে বিভিন্ন উন্মুক্ত সূত্র হতে তথ্য সংগ্রহ করার কথা বলা হয়েছে, যা কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।